স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপক্রমণিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'। জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকারি দপ্তর সংক্রান্ত সেবাসমূহ উন্মুক্ত করা একান্ত অপরিহার্য। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক **'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'** প্রণয়ন করা হয়েছে। জনগণের কাছে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা হলে সকল দফতর সংস্থার জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

'তথ্য অধিকার আইন-২০০৯' এর ধারা ১০ অনুযায়ী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের নিজ নিজ ওয়েবসাইটে স্বপ্রণোদিত তথ্যসমূহের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

সমাজের দুস্থ, দরিদ্র, অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত, পশ্চাৎপদ, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক, ভবঘুরে, ভিক্ষুক, পথভ্রষ্ট, লক্ষ্যহীন অসহায় জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন, ভরণ পোষণসহ জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। সমাজের অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন ও তাঁদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও নীতিগত সিদ্ধান্তসমূহ স্বপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকায় প্রতিফলিত হবে। 'স্বপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা' প্রকাশের মাধ্যমে একদিকে যেমন জনগণ উপকৃত হবে তেমনি মন্ত্রণালয়ের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চত হবে।

এই নির্দেশিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীর জন্য আমার শুভ কামনা রইলো।

মাহফুজা আখতার
সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

সংবিধান একটি দেশের মৌল আইন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক। জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশক। এই ধারণার প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকারের উদ্যোগে ৬ এপ্রিল ২০০৯ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়। এই আইনের ৪ ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য পাবার অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পটভূমি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের পিছিয়ে পড়া এবং সামাজিকভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কল্যাণ বিধান এবং ক্ষমতায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়। কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশকে পরিচিত করতে এই মন্ত্রণালয় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান ইত্যাদিসহ অর্ধশতাধিক অর্থবহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সমাজে উপস্থিত হতদরিদ্র, বেকার, ভূমিহীন, ভবঘুরে, আশ্রয়হীন, দুস্থ, নারী, অনাথ ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশু, অসহায় প্রবীণ, দরিদ্র রোগী, শারীরিক-বুদ্ধি-সামাজিক প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক নাগরিকদের লাগসই কল্যাণ ও উন্নয়ন বিধানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় নিবিড়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিম্নেবর্ণিত সাতটি দপ্তর/ সংস্থার মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দারিদ্র্য বিমোচন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে:

- সমাজসেবা অধিদফতর
- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
- বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট
- শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প)
- শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)
- বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বাবলি

রুলস অব বিজনেস (Rules of Business, 1996) এর Schedule-1(Allocation of Business) Among the Different Ministries and Divisions) অনুযায়ী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বাবলি নিম্নরুপ:

১. সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত জাতীয় নীতি;
২. সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা/জোর দেয়া;
৩. জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ;
৪. শিশু কল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়ে অপরাপর মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে সমন্বয়;
৫. বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, দুস্থ মহিলা ভাতা;
৬. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের ৪৬ নম্বর অধ্যাদেশ) এবং শিশু আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৩৯ নম্বর আইন) এর প্রশাসন;
৭. সমাজসেবা অধিদফতর সম্পর্কিত বিষয়াদি;
৮. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহকে অনুদান;
৯. ভবঘুরে আইন ও ভবঘুরে এবং দুস্থ পরিবার, দরিদ্র পরিবার এবং এতিম এর প্রশাসন;
১০. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;
১১. ভিক্ষাবৃত্তি, ভবঘুরে, কিশোর অপরাধী এবং আফটার কেয়ার কার্যক্রম; এবং
১২. কারামুক্ত কয়েদীদের প্রবেশন, প্যারোল এবং আফটার কেয়ার।

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য

ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্চতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের চিন্তা ও বাকস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জনগণের জানার অধিকার প্রতিষ্ঠা সর্বোপরি জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে গত ২৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাশ করেছে। আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তিনটি প্রবিধানমালাও প্রণয়ন করেছে।

খ) তথ্য অধিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরো সুসংহত করে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য জনগণের কাছে উন্মুক্ত হলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ ব্যাপকভাবে অবহিত হবে। ফলে মন্ত্রণালয়ের কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের কাছে সকল কাজের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

গ) বর্তমান সরকার অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার নীতি বহন করে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তথ্য প্রবাহের চর্চা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।

ঘ) মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে অবাধ তথ্যপ্রবাহের চর্চার ক্ষেত্রে যেন কোনো দ্বিধাদন্দের সৃষ্টি না হয়, সেজন্য একটি তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রণয়ন আবশ্যক। সুতরাং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯; তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা; ২০০৯ ও এ সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালাসমূহের আলোকে ও সাযুজ্যতা সাপেক্ষে এই স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হলো।

১. নির্দেশিকার শিরোনাম

এই নির্দেশিকা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ২০২১' নামে অভিহিত হবে।

২.০ নির্দেশিকার ভিত্তি

২.১ প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২.২ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ: সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২.৩ অনুমোদনের তারিখ:

২.৪ বাস্তবায়নের তারিখ: এই নির্দেশিকা ... তারিখ হতে বাস্তবায়ন করা হবে।

২.৫ নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা: নির্দেশিকাটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার জন্য প্রযোজ্য হবে।

৩.০ সংজ্ঞা

৩.১ তথ্য অর্থে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের গঠন কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নঁকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেক্ট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যেকোনো ইনস্ট্রুমেন্ট যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য-নির্বিশেষে অন্য যেকোনো তথ্যবহ বস্তু বা এদের প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোটশিট বা নোটশিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৩.২ দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা: দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা অর্থ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ এর অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তা;

৩.৩ বিকল্প দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা: দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত কর্মকর্তা;

৩.৪ তথ্য প্রদান ইউনিট: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা এবং এদের সাথে সংযুক্ত সকল স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।

৩.৫ আপীল কর্তৃপক্ষ অর্থ

(অ) কোনো তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান অথবা

(আ) কোনো তথ্য প্রদান ইউনিটের উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান।

৩.৬ **তৃতীয় পক্ষ** অর্থ তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অনুরোধকৃত তথ্যের সংগে জড়িত অন্য কোন পক্ষ।

৩.৭ **"তথ্য কমিশন"** অর্থ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ১১ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন

৩.৮ **''তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯''** বলতে ''তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'' বুঝাবে।

৩.৯ **''তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯''** বলতে ''তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯'' বুঝাবে।

৩.১০ **''কর্মকর্তা''** অর্থে কর্মচারীও অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩.১১ **''তথ্য অধিকার''** অর্থ কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হতে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার।

৩.১২ **''আবেদন ফরম''** অর্থ তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯-এর তফসিলে নির্ধারিত আবেদনের ফরমেট ফরম ''ক'' বুঝাবে।

৩.১৩ **''আপীল ফরম''** অর্থ তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯-এর তফসিলে নির্ধারিত আপিল আবেদনের ফরমেট ফরম ''গ'' বুঝাবে।

৩.১৪ **''পরিশিষ্ট''** অর্থ এই নির্দেশিকার সঙ্গে সংযুক্ত পরিশিষ্ট।

৪. তথ্যের ধরণ এবং ধরণ অনুসারে তথ্য প্রকাশ ও প্রদান পদ্ধতি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সমুদয় তথ্য নিম্নোক্ত ০৩টি শ্রেণীতে ভাগ করা হবে এবং নির্ধারিত বিধান অনুসার প্রদান, প্রচার বা প্রকাশ করা হবে:

ক. স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য:

১) এই ধরনের তথ্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ স্বপ্রণোদিত হয়ে নোটিশবোর্ড, ওয়েবসাইট, ব্রশিওর, মুদ্রিত বই বা প্রতিবেদন, বিলবোর্ড, সাইন বোর্ড, স্টিকার, পোস্টার, বুকলেট, লিফলেট, নিউজ লেটার, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যেমে প্রচারণাসহ অন্যান্য গ্রহণযোগ্য মাধ্যমে প্রকাশ ও প্রচার করবে;

২) এই ধরনের তথ্য চেয়ে কোন নাগরিক আবেদন করলে তখন তা চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্য হিসেবে বিবেচিত হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিধারিত পন্থায় বিধি মোতাবেক আবেদনকারীকে তা প্রদান করবেন;

৩) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রতি বছর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। বার্ষিক প্রতিবেদনে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬(৩)-এ উল্লিখিত তথ্যসমূহ সংযোজন করবে;

৪) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে এবং এই নির্দেশিকার পরিশিষ্টে ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও প্রচার করবে;

৫) প্রতি তিন মাস অন্তর এই তালিকা হালনাগাদ করা হবে।

খ. চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্য:

১) এই ধরনের তথ্য কোনো নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এর ধারা ৯ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রদান করতে হবে;

২) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে এবং এই নির্দেশিকার পরিশিষ্টে ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও প্রচার করবে;

৩) প্রতি তিন মাস অন্তর এই তালিকা হালনাগাদ করা হবে।

গ. প্রদান ও প্রকাশ বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্য:

১) এই নির্দেশিকার অন্যান্য অনুচ্ছেদে যা কিছুই থাকুক না কেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ প্রদান বা প্রকাশ বা প্রচার করতে বাধ্য থাকবে না:

(ক) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(খ) পররাষ্ট্র নীতির কোন বিষয় যার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(গ) কোন বিদেশি সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত কোনো গোপনীয় তথ্য;

(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Rights) সম্পর্কিত তথ্য;

(ঙ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে এরূপ নিম্নোক্ত তথ্য যথা:

(অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারি আইন, বাজেট বা কর হার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য;

(আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোনো আগাম তথ্য;

(ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোনো আগাম তথ্য;

(চ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্থ হতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে এরূপ তথ্য;

(ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হতে পারে এরূপ তথ্য;

(জ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঝ) কোনো তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;

(ট) আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয় এবং যা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অথবা যা প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এরূপ তথ্য;

(ঠ) তদন্তাধীন কোনো বিষয় যার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে এরূপ তথ্য;

(ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এরূপ তথ্য;

(ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এরূপ তথ্য;

(ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এরূপ কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোনো তথ্য;

(ত) কোনো ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা কার্যক্রম সংক্রান্ত কোনো তথ্য;

(থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে এরূপ তথ্য;

(দ) কোনো ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;

(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

(ন) মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোনো তথ্য;

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যেসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে তা প্রকাশ করা যাবে;

আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৫. তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

(ক) তথ্য সংরক্ষণ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ তথ্য সংরক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করবে:

(১) নাগরিকের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স প্রস্তুত করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে।

(২) যে সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত বলে মনে করবে সে সকল তথ্য যুক্তিসংগত সময়সীমার মধ্যে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করবে এবং তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তার সংযোগ স্থাপন করবে।

(৩) তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ অনুসরণ করবে।

খ) তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ অনুসরণ করবে।

গ) তথ্যের ভাষা

(১) তথ্যের মূল ভাষা হবে বাংলা। তথ্য যদি অন্য কোনো ভাষায় উৎপন্ন হয়ে থাকে তাহলে সেটি সেই ভাষায় সংরক্ষিত হবে। দাপ্তরিক প্রয়োজনে তথ্য অনুবাদ করা যেতে পারে।

(২) তথ্য যে ভাষায় সংরক্ষিত থাকবে সেই ভাষাতেই আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হবে। আবেদনকারীর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো তথ্য অনুবাদ করার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ বহন করবে না।

ঘ) তথ্যের হালনাগাদকরণ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা প্রতিমাসে তথ্য হালনাগাদ করবে।

৬. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ

১) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০(১) অনুসারে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করবে।

২) প্রতিটি ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেবেন এবং নিয়োগকৃত প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা নিয়োগ প্রদানের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমেটে (তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমেট) লিখিতভাবে তথ্য কমিশনে প্রেরণ করবেন এবং মন্ত্রণালয় ও উক্ত ইউনিটের আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুলিপি প্রেরণ করবেন।

৩) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর অধীন দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অন্য যেকোনো কর্মকর্তার সহায়তা চাইতে পারবেন এবং কোনো কর্মকর্তার কাছ থেকে এরূপ সহায়তা চাওয়া হলে তিনি উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

৪) কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে অন্য কোনো কর্মকর্তার সহায়তা চাইলে এবং এরূপ সহায়তা প্রদানে ব্যর্থতার জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর কোন বিধান লংঘিত হলে এই আইনের অধীন দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তাও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলে গণ্য হবেন।

৫) প্রতিটি ইউনিট তার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা তার কার্যালয়ের প্রকাশ্য স্থানে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমনভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকার পরিশিষ্টে এই নির্দেশিকা প্রযোজ্য এমন সকল ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানাসহ তালিকা প্রকাশ করতে হবে। কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিবর্তন হলে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিয়োগের পাঁচ দিনের মধ্যে তালিকা হালনাগাদ করা হবে। তালিকা কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

৭. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি

ক) তথ্যের জন্য কারো আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:

অ) আবেদন গ্রহণ ও তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯ বিধি-৩ অনুসারে আবেদনপত্র গ্রহণের প্রাপ্তি স্বীকার করবেন;

আ) অনুরোধকৃত তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, ধারা ৯ ও তথ্য অধিকার বিধিমালা ২০০৯ বিধি ৪ অনুসারে যথাযথভাবে সরবরাহ করবেন;

ই) তথ্য প্রদানে অপারগতার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ৯(৩) ও তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ৫ অনুসারে যথাযথভাবে অপারগতা প্রকাশ করবেন। অপারগতার কারণ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে;

ঈ) কোনো অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহের জন্য মজুদ থাকলে তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৯(৬)(৭) তথ্য অধিকার বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-০৮ অনুসারে উক্ত তথ্যের যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণ করবেন এবং উক্ত মূল্য অনধিক পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন।

উ) কোনো অনুরোধকৃত তথ্যের সাথে তৃতীয় পক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৯(৮) অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

খ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর তফসিলে নির্ধারিত আবেদনের ফরমেট/ফরম 'ক' সংরক্ষণ ও কোনো নাগরিকের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরবরাহ;

গ) আবেদন ফরম পূরণে সক্ষম নয়, এমন আবেদনকারীকে আবেদন ফরম পূরণে সহায়তা;

ঘ) কোনো নাগরিকের চাহিদার প্রেক্ষিতে তাকে আপিল কর্তৃপক্ষ নির্ধারণে সহায়তা;

ঙ) সঠিক কর্তৃপক্ষ নির্ধারণে ভুল করেছে এমন আবেদনকারীকে সঠিক কর্তৃপক্ষ নির্ধারণে সহায়তা;

চ) কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাকে উপযুক্ত পদ্ধতিতে তথ্য পেতে সহায়তা করবেন;

(ছ) তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে হচ্ছে কিনা তা নির্ধারণে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান;

জ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে সহায়তা করা;

ঝ) তথ্যের জন্য প্রাপ্ত আবেদপত্রসহ এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ, আবেদকারীর যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ, তথ্য অবমুক্তকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সংকলিত করা, তথ্য মূল্য আদায়, হিসাব রক্ষণ ও সরকারি কোষাগারে জমাকরণ এবং কর্তৃপক্ষ বা তথ্য কমিশনের চাহিদার প্রেক্ষিতে এ সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করা ইত্যাদি।

৮.০ বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ

৮.১ বদলী বা অন্য কোন কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপালনের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে একজন করে বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপালনকালীন আইন অনুসারে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন;

৮.২ নতুন প্রতিষ্ঠিত ইউনিটসমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পাশাপাশি বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে;

৮.৩ প্রতিটি ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেবেন এবং নিয়োগকৃত প্রত্যেকের নাম, পদবী ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা নিয়োগ প্রদানের ১৫ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমেটে (তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরমেট) লিখিতভাবে তথ্য কমিশনে প্রেরণ করবেন এবং মন্ত্রণালয় ও উক্ত ইউনিটের আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুলিপি প্রেরণ করবে;

৮.৪ বদলী বা অন্য কোন কারণে এই পদ শূন্য হলে, অবিলম্বে নতুন বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।

৯.০ বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি

৯.১ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতকালীন সময়ে বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;

৯.২ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে নীতি ৭ এ বর্ণিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্মপরিধি তার জন্য প্রযোজ্য হবে।

১০. তথ্যাদি পরিদর্শন এবং প্রকাশিত প্রতিবেদন বিক্রয়ের সুযোগ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদন বিনামূল্যে সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়ের জন্য মজুদ রাখবে।

১১. জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্য কোন পন্থায় প্রচার বা প্রকাশ করবে।

১২.০ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও মনিটরিং

১২.১ এই নীতিমালা অনুসরণের জন্য অফিস আদেশসহ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা ইউনিটে এটি প্রেরণ করবে।

১২.২ এই নীতিমালার বাস্তবায়ন তদারকির জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি থাকবে। মন্ত্রণালয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এর আবশ্যিক সদস্য হবেন।

১২.৩ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রতি তিন মাস অন্তর সংশ্লিষ্ট ইউনিটে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশসহ এই নীতিমালার বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং উপর্যুক্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। মন্ত্রণালয় এই প্রতিবেদনের ফরমেট নির্ধারণ করে দিতে পারবে।

১২.৪ এই নীতিমালার বাস্তবায়ন তদারকির জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে গঠিত কমিটি প্রতি তিনমাস অন্তর এই নীতিমালার বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং উক্ত প্রতিবেদন সিনিয়র সচিব/সচিব মহোদয়ের নিকট দাখিল করবে।

১৩. নির্দেশিকার সংশোধন

এই নির্দেশিকা সংশোধনের প্রয়োজন হলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবে। কমিটি নির্দেশিকা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে সংশোধনের প্রস্তাব করবে। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে নির্দেশিকা সংশোধন কার্যকর হবে।

১৪. নির্দেশিকার ব্যাখ্যা

এই নির্দেশিকার কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা দিলে নির্দেশিকা প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ তার ব্যাখ্যা প্রদান করবে

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১: দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম	ইউনিটের নাম	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
১	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	মোহাঃ নায়েব আলী উপসচিব (প্রশাসন-১)	ফোন: ৯৫৪৫৯৮২ মোবাইল: ০১৯২১২৯৩৩৩৭ ফ্যাক্স: ৯৫৭৬৬৮০ ই-মেইল: sasadmin1@msw.gov.bd	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট-২: বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম	ইউনিটের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
১	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	মাহমুদা ইয়াছমিন সহকারী সচিব (প্রতিষ্ঠান)	ফোন: ৯৫৪৬২৮১ মোবাইল: ০১৭৪৬১১১৭০১ ইমেইলঃyeasminmahmoda@yahoo.com	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট-৩: আপিল কর্তৃপক্ষের তালিকা

ক্রম	ইউনিটের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল	যোগাযোগের ঠিকানা
১	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	মাহফুজা আখতার সচিব	ফোন: ৯৫৪০৪৫২ ফ্যাক্স: ৯৫৭৬৬৮০ ই-মেইল: sec@msw.gov.bd	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

পরিশিষ্ট-৪: স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের মাধ্যম

ক্রমিক		
০১	নিয়োগ/বদলি/পদায়ন/প্রেষণ পদোন্নতি সংক্রান্ত আদেশ	মিডিয়া, অনলাইন, ওয়েবসাইট
০২	বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন প্রশাসনিক আদেশ, বিজ্ঞপ্তি ও প্রজ্ঞাপন	অনলাইন, ওয়েবসাইট
০৩	বিদেশ ভ্রমন সংক্রান্ত তথ্য	অনলাইন, ওয়েবসাইট
০৪	অর্জিত ও শ্রান্তি বিনোদন ছুটিসহ অন্যান্য ছুটি	অনলাইন, ওয়েব সাইট
০৫	গুরুত্বপূর্ণ সভার সিদ্ধান্তাবলি	অনলাইন, ওয়েব সাইট
০৬	মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের ছবিসহ তথ্য	অনলাইন, ওয়েব সাইট
০৭	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নাম, পদবিসহ ফোন নম্বর	অনলাইন, ওয়েব সাইট
০৮	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মবন্টন	অনলাইন, ওয়েব সাইট
০৯	শিশু সুরক্ষা ও দারিদ্র্য নিরসন সংক্রান্ত কার্যাবলি	অনলাইন, ওয়েব সাইট
১০	সামাজিক পুন:একত্রিকরণ তথ্যাদি	অনলাইন, ওয়েব সাইট
১১	বিভিন্ন অনুদান এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি	অনলাইন, ওয়েব সাইট
১২	প্রতিবন্ধিতা এবং এনডিডি ও অটিজম সংক্রান্ত তথ্যাদি	অনলাইন, ওয়েব সাইট
১৩	হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি	অনলাইন, ওয়েব সাইট
১৪	সামাজিক নিরাপত্তা -১ ও ২	অনলাইন, ওয়েব সাইট
১৫	সেবা সহজিকরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি	অনলাইন, ওয়েব সাইট
১৬	মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক	অনলাইন, ওয়েব সাইট
১৭	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (জিআরএস)	অনলাইন, ওয়েব সাইট
১৮	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কিত (সিটিজেন চার্টার)	ওয়েবসাইট
১৯	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদন/ নীতিমালা/বিধিমালা/আইন	মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট

২০	বার্ষিক উদ্ভাবন সংক্রান্ত বিষয়াদি	অনলাইন, ওয়েব সাইট
২১	শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি	অনলাইন, ওয়েব সাইট
২২	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তথ্যাবলি	অনলাইন, ওয়েব সাইট
২৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি	অনলাইন, ওয়েব সাইট
২৪	ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যদি	অনলাইন, ওয়েব সাইট
২৫	চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি-১ ও ২ সংক্রান্ত তথ্যাদি	অনলাইন, ওয়েব সাইট
২৬	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও ব্যবস্থাপনা এবং অডিট সংক্রান্ত তথ্যাদি	অনলাইন, ওয়েব সাইট
২৭	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকাশনা ও ফরম	অনলাইন, ওয়েব সাইট
২৮	সকল ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর	অনলাইন, ওয়েব সাইট

কর্তৃপক্ষ আরো যে সকল তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করবে

০১	চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্যের তালিকা	তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রদান ইউনিটের ওয়েবসাইট, পরিদর্শনের জন্য অফিসে রক্ষিত থাকবে।
০২	প্রধান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের তালিকা	তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রদান ইউনিটের ওয়েবসাইট, পরিদর্শনের জন্য অফিসে রক্ষিত থাকবে।
০৩	স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা	তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রদান ইউনিটের ওয়েবসাইট, পরিদর্শনের জন্য অফিসে রক্ষিত থাকবে।
০৪	আবেদন, আপিল ও অভিযোগের ফরম	তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রদান ইউনিটের ওয়েবসাইট, অফিসে হার্ড ও সফটকপি থাকবে।

পরিশিষ্ট-৫: প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের তালিকা

নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান ও প্রকাশ করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকবে না:

- কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হতে পারে এরূপ তথ্য যেমন ভারত-বাংলাদেশ এর মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষক যৌথ কমিশনের সভার সিদ্ধান্তসমূহ;
- কর্মী ও উপকারভোগীর ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ণ হয়, এরূপ তথ্য;
- বিচারাধীন মামলার তথ্য যা ঐ মামলার সুষ্ঠু বিচারকার্যকে ব্যাহত করতে পারে এরূপ তথ্য;
- তদন্তাধীন বিষয় সংশ্লিষ্ট কোনো তথ্য, যার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে;
- কোনো ক্রয় কার্যক্রমের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত কোনো তথ্য;
- গবেষণার সূত্র বা কৌশল বা কারো বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, এরূপ তথ্য এবং
- নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষার ফলাফল সংক্রান্ত আগাম তথ্য, ইত্যাদি।